দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

098

কুমিল্লা-শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম-অব্যবস্থা

সরকার ১৯৮১ সালে আইন করেন তাতে বলা হয় প্রতিটি থানায় একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে। কিন্তু বিভিন্ন সংগত কারণে এ নির্দেশের বাইরেও কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় অতিরিক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র হয়েছে। ১৯৮৮ সনে বাতিলকৃত কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আমার জানামতে ১১টি পুনর্বহাল করা হয়। বাতিলকৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে তমরদ্দি পরীক্ষা কেন্দ্র একটি। কুমিল্লা বোর্ডের পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রকের ১২-০৩-৮৮ তারিখে স্বাক্ষরিত এক পত্রে (স্মারক নং পরী-মাধ্য/পরি তম/৮৮/১২৬ (২১)) জানানো হয় যে তমরদ্দি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করা হয়েছে। উক্ত চিঠিখানা তমরদ্দি পোষ্ট অফিসে এসে পৌছেছে আজ ২০/০৩/৮৮ ইং রোববার বেলা ১১ টায়। অথচ ১৭/০৩/৯৮ ইং বৃহস্পতিবার থেকে এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।

১৭/৩/৮৮ থেকে এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু, কিন্তু কেন্দ্র পরিবর্তনের খবর পাওয়া গেল ২০/০২/৮৮ তারিখে। যে সকল পরীক্ষাকেন্দ্র বহাল রাখা হয়েছে সেগুলোর একটি নোয়াখালির জেলা সদর মাইজদী থেকে মাত্র সাড়ে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। যেখানে পরীক্ষার সময় একবার গোলাগুলী হয়েছিল। গোলাগুলীতে লোক পর্যন্ত মারা গেছে অথচ উক্ত স্থানেও পরীক্ষা কেন্দ্রের (অতিরিক্ত) অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বাতিলকৃত সবগুলো কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই কি অভিযোগ ছিল? অন্তর তমরদ্দি পরীক্ষা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিলো না। মামার জোর অথবা টাকার জোর না থাকাতেই হয়তো ন্যায় বিচার-মানবতা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ৪৪ মাইল দীর্ঘ হাতিয়া দ্বীপের সর্ব উত্তরে বর্ণনাতীত দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে এবছর পরীক্ষার্থীরা হাতিয়া কেন্দ্রে পরীক্ষা দিচ্ছে।

অপরপক্ষে বিভিন্ন ভাবে সন্তুষ্ট করতে পারলে যে "বাঘের চোখও মিলে" এ বছর কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ অফিস তার প্রমাণ রেখেছে। বেশ কিছু স্কুলের এডমিট কার্ড আটকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এভাবে সন্তুষ্টি বিধানের পর ঠিকমতোই এডমিট কার্ডগুলো ডেলিভারী দেওয়া হয়েছে। গত বছরের পরীক্ষার্থীদের মার্কশীট লিখানো হয়েছিল যাদের দ্বারা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা জানতে ইচ্ছা করে, অসংখ্য ভুলের সাথে সাথে অনেক মার্কশীট ছিল পড়ার অযোগ্য।

তাছাড়া সরকারী আদেশ অমান্য করে তারা এখনো ইংরেজী সীল ব্যবহার করছে।

মানিক মজুমদার, বি,এস, সি,বি,এড, সিনিয়র টিচার, তমরদ্দি উচ্চ বিদ্যালয়, হাতিয়া, নোয়াখালী।

সরকারী হরগঙ্গা কলেজে অনার্স কোর্স চাই

মুন্সিগঞ্জ জেলার ঐতিহ্যবাহী সরকারী হরগঙ্গা কলেজ ১৯৩৬ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ছাত্র/ছাত্রীরা কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফল প্রদর্শন করিতেছে। কলেজের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই অত্যন্ত দরিদ্র ও পল্লী এলাকার সন্তান। ১৯৮১ সনে তৎকালীন সরকার কলেজটিকে জাতীয়করণ করেন। এই কলেজের অনেক ছাত্র-ছাত্রীর মনে উচ্চ শিক্ষার আশা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে তা ব্যাহত হইতেছে। কলেজটিকে জাতীয়করণের পর ইহাতে অনার্স কোর্স চালু করার কথা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত হইতেছে না। তাই অতি সত্বর কলেজটিতে অনার্স কোর্স চালু করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

এস আর রহমান (মিলন), দ্বাদশ মানবিক ও মোঃ রোকন উদ্দিন, দ্বাদশ বিজ্ঞান, সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ।